# বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক (বিপিডাব্লিউএন) এর বরিশাল বিভাগীয় অঞ্চলের মতবিনিময় সভাঃ

**মোছাঃ শেহেলা পারভীন**
**অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, টিডিএস**

২০০৮ সালের ১৭ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেধাশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক পুলিশের সকল পর্যায়ের নারী সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, পারস্পারিক যোগাযোগ, কর্মক্ষেত্রে নারী বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য সমূহ বাস্তবায়নের ধারবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ২৭আগস্ট ২০১৪ খ্রি.বরিশাল রেঞ্জ ও বরিশাল মেট্রোপলিটন এবং ২৮ আগস্ট ২০১৪ খ্রি. খুলনা রেঞ্জ ও খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ অঞ্চলের বিভিন্ন পদমর্যাদার নারী পুলিশ সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভাঅনুষ্ঠিত হয় । বিপিডাব্লিউএন এর কার্যনির্বাহী কমিটির ৩ সদস্য শামীমা বেগম,উপ-পুলিশ কমিশনার, উইমেন্স সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন, ডিএমপি ও সহ-সভাপতি বিপিডাব্লিউএন, রেবেকা সুলতানা, এআইজি, ক্রাইম (ওয়েষ্ট), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ও সহ-সভাপতি বিপিডাব্লিউএন এবং মোছাঃ শেহেলা পারভীন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ট্রাফিক ও ড্রাইভিং স্কুল, ঢাকা ও অর্থ সম্পাদকবিপিডাব্লিউএন এর সমন্বয়ে গঠিত টীম বিপিডব্লিউএন এর সভাপতির দিক নির্দেশনাক্রমে বরিশাল ও খুলনার বিভাগীয় অঞ্চলভিত্তিক অনুষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন । পিআরপি উক্ত অনুষ্ঠান সমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে ।

গত ২৭/০৮/২০১৪ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্কের বরিশাল বিভাগীয় অঞ্চলের মতবিনিময় সভা বরিশাল পুলিশ লাইন ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় । এই সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির পিপিএম বার, ডিআইজি বরিশাল রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, বরিশাল ।এছাড়া সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শামসুদ্দিন, পুলিশ কমিশনার, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ ও জনাব একে এম এহসান উল্লাহ, পুলিশ সুপার, বরিশাল । এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব শামীমা বেগম, উপ-পুলিশ কমিশনার, উইমেন্স সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন, ডিএমপি, ঢাকা । সভায় বরিশাল রেঞ্জ ও বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের ৮০ জন নারী পুলিশ সদস্য সহ বরিশাল রেঞ্জ ও জেলার অফিসারগণ অংশগ্রহণ করেন ।

উক্ত সভায় বিপিডব্লিউএন এর তথ্য সম্বলিত স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব রেবেকা সুলতানা, এআইজি, ক্রাইম (ওয়েষ্ট), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা । বিপিডব্লিউএন এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রম (২০০৮ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত), বাংলাদেশ পুলিশে নারীদের অগ্রযাত্রা এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনানিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট তথ্য উপস্থাপন করেন মোছাঃ শেহেলা পারভীন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ট্রাফিক ও ড্রাইভিং স্কুল, ঢাকা । এর পর বিপিডব্লিউএন এর থিম সং এর ভিডিও চিত্র উপস্থাপন করা হয় । বিশেষ অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে বিপিডব্লিউএন এর গৃহীত পদক্ষেপকে স্বাগত

জানান এবং উপস্থিত অংশগ্রহণকারী নারী সদস্যদের প্রতি দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য প্রদান করেন। প্রধান অতিথি বিপিডব্লিউএন এর কার্যক্রমকে প্রশংসা করেন এবং সভায় আগত নারী পুলিশের আরো দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করে জনগণের সেবা প্রদানে নিয়োজিত হবার জন্য আহবান জানান। সভাপতির বক্তব্যে বিপিডব্লিউএন এর সহ-সভাপতি শামীমা বেগম মতবিনিময় সভার সুষ্ঠু আয়োজনের জন্য রেঞ্জ ডিআইজি মহোদয়, মেট্রোপলিটন কমিশনার, জেলার এসপি সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান ।উক্ত সভার প্রধান উতিথিকে বিপিডব্লিউএন এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

বিপিডব্লিউএন এর বরিশাল বিভাগীয় মতবিনিময় সভার প্রধান অতিথি মোঃ হুমায়ুন কবির পিপিএম বার, ডিআইজি বরিশাল রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, বরিশাল কে শুভেচ্ছা স্বারক তুলে দেন সহ-সভাপতি বিপিডব্লিউএন ।

সভায় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন ।অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিপিডব্লিউএন কর্তৃক আয়োজিত কর্মক্ষেত্রে নারী পুলিশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করা হয়।

মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক বিপিডব্লিউএন এর বরিশাল রেঞ্জ ও বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে ০৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি পুনঃরায় বহাল রাখা হয়। কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন-

১. রুনা লায়লা, সহকারী পুলিশ সুপার, সিটিএসবি, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, বরিশাল- সভাপতি
২. আসমা, সহকারী পুলিশ সুপার, সিটিএসবি, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, বরিশাল- সহ সভাপতি
৩. শাহনাজ পারভীন- সহকারী পুলিশ সুপার, কাউনিয়া, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, বরিশাল-সদস্য সচিব

৪. জেসমিন আকতার পল্লবী, সাব-ইন্সপেক্টর, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, বরিশাল - সদস্য ।

৫. মোসাঃ শাহনাজ পারভিন  সদস্য, সাব-ইন্সপেক্টর, মঠবাড়ীয়া থানা, পিরোজপুর জেলা- সদস্য ।

৬. নাসরিন সুলতানা, এএসআই,আমতলী থানা, বরগুনা জেলা- সদস্য ।

৭. চম্পা আক্তার, এএসআই, এসি কোতোয়ালী জোন অফিস,বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, বরিশাল-সদস্য

৮. পারভীন আক্তার, নারী কং/ ৬৯৭, পুলিশ লাইন মেজর অফিস, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, বরিশাল-সদস্য ।

৯. আকলিমা বেগম, এএসআই, ভোলা জেলা ।

মঞ্চে উপবিষ্ট মোঃ হুমায়ুন কবির পিপিএম বার, ডিআইজি বরিশাল রেঞ্জ, মোঃ শামসুদ্দিন, পুলিশ কমিশনার, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, একে এম এহসান উল্লাহ, পুলিশ সুপার বরিশাল, বিপিডব্লিউএন এর কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে আঞ্চলিক কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ ।

**বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক (বিপিডাব্লিউএন) এর খুলনা বিভাগীয় অঞ্চলের মতবিনিময় সভা ঃ**

পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক পুলিশের সকল পর্যায়ের নারী সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, পারস্পারিক যোগাযোগ, কর্মক্ষেত্রে নারী বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য সমূহ বাস্তবায়নের ধারবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ২৮/০৮/২০১৪ খ্রি. তারিখ খুলনা বিভাগীয় অঞ্চলের বিভিন্ন পদমর্যাদার নারী পুলিশ সদস্যদে*র সাথে* মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় । কমিটির ০৩ সদস্য- শামীমা বেগম,উপ-পুলিশ কমিশনার, উইমেন্স সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন, ডিএমপি ও সহ-সভাপতি বিপিডাব্লিউএন ও রেবেকা সুলতানা, এআইজি, ক্রাইম (ওয়েষ্ট), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ও সহ-সভাপতি বিপিডাব্লিউএন এবং মোছাঃ শেহেলা পারভীন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ট্রাফিক ও ড্রাইভিং স্কুল, ঢাকা ও অর্থ সম্পাদক বিপিডাব্লিউএন এর সমন্বয়ে গঠিত টীম বিপিডব্লিউএন এর সভাপতির দিক নির্দেশনাক্রমে খুলনার বিভাগীয় অঞ্চলভিত্তিক অনুষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন । পিআরপি উক্ত অনুষ্ঠান সমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে ।

গত ২৮/০৮/২০১৪ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্কের খুলনা বিভাগীয় অঞ্চলের মতবিনিময় সভা খুলনা জেলা পুলিশের কনফারেন্স রুমে(পুলিশ কর্ণার)অনুষ্ঠিত হয় । এই সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন এসএম মনিরুজ্জামান বিপিএম, রেঞ্জ ডিআইজি, বাংলাদেশ পুলিশ, খুলনা । এছাড়া সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মাহবুব হাকিম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ ওজনাব হাবিবুর রহমান, পুলিশ সুপার, খুলনা জেলা । এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব শামীমা বেগম, উপ-পুলিশ কমিশনার, উইমেন্স সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন, ডিএমপি, ঢাকা ও সহ-সভাপতি বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক । সভায় খুলনা রেঞ্জ ও খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৮০ জন নারী পুলিশ সদস্য সহ খুলনা রেঞ্জ ওমট্রোপলিটনেরবিভিন্ন পদবীর অফিসারগণ অংশগ্রহণ করেন ।

উক্ত সভায় বিপিডব্লিউএন এর তথ্য সম্বলিত স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব রেবেকা সুলতানা, এআইজি, ক্রাইম (ওয়েষ্ট), পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা । নারী পুলিশ সদস্যদের জন্য বিপিডব্লিউএন এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করেন অর্থ সম্পাদক মোছাঃ শেহেলা পারভীন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ট্রাফিক ও ড্রাইভিং স্কুল, ঢাকা ।এর পর বিপিডব্লিউএন এর থিম সং এর ভিডিও চিত্র উপস্থাপন করা হয় ।

বিপিডব্লিউএন সম্পর্কে পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করছেন অর্থ সম্পাদক মোছাঃ শেহেলা পারভীন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ট্রাফিক ও ড্রাইভিং স্কুল, ঢাকা ।

বিশেষ অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে বিপিডব্লিউএন এর গৃহীত পদক্ষেপকে স্বাগত জানান এবং উপস্থিত অংশগ্রহণকারী নারী সদস্যদের প্রতি দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য প্রদান করেন ।এবং বিপিডব্লিউএন এর সফলতা কামনা করেন ।

প্রধান অতিথি তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে বিপিডব্লিউএন এর কার্যক্রমকে প্রশংসা করেন এবং সভায় আগত নারী পুলিশের আরো অধিক দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করে জনগণের সেবা প্রদানে নিয়োজিত হবার জন্য আহবান জানান । তিনি শান্তিরক্ষা মিশনে নারী পুলিশের অবদান, বাংলাদেশ পুলিশে নারী পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়া, নারী পুলিশের ক্ষমতায়ন, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করেন । তিনি ইংরেজিতে কথা বলার দক্ষতা অর্জনের জন্য নারী পুলিশের শুরুত্ব আরোপ করতে বলেন । পুলিশ বাহিনীতে নারীদের কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার ব্যাপারেদিক নির্দেশনা দেন এবং নারী পুলিশের দক্ষতা অর্জন পূর্বক নিজেদেরকে আর্থিক যোগ্য করেগড়ে তোলার কথা বলেন ।

সভাপতির বক্তব্যে বিপিডব্লিউএন এর সহ-সভাপতি শামীমা বেগম মতবিনিময় সভা সুষ্ঠু আয়োজনের জন্য রেঞ্জ, ডিআইজি মহোদয়, মেট্রোপলিটন কমিশনার, জেলার পুলিশ সুপার সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান ।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল খুলনা রেঞ্জ ও খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ হতে আগত বিভিন্ন পদমর্যাদার নারী পুলিশের সাথে উম্মুক্ত আলোচনা ।

মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক বিপিডব্লিউএন এর খুলনা রেঞ্জ ও খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে ০৯ জন সদস্য বিশিষ্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটি পুনঃরায় বহাল রাখা হয়। কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন।

১. রেশমা শারমীন, সিনিঃ এএসপি(হেডকোঃ), যশোর জেলা - সভাপতি।

২.সাদিয়া আফরোজ, এএসপি, বাগেরহাট জেলা - সহ সভাপতি।

৩.সোনালী সেন, এসি(সদরদপ্তর), কেএমপি, খুলনা- সদস্য সচিব।

৪.ইন্সপেক্টর/ খালেদা ইয়াসমিন, কেএমপি কোর্ট, খুলনা- সদস্য।

৫.এসআই/ বিজয় রানী দাস, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার কেএমপি, খুলনা - সদস্য।

৬.এসআই/ নুরুন্নাহার সোনিয়া, খুলনা হাসপাতাল, কেএমপি, খুলনা - সদস্য।

৭.এএসআই/ রহিমা আক্তার, খুলনা জেলা - সদস্য।

৮.কনস্টেবল/ ৬৭৫৩ পলি আক্তার, কেএমপি, খুলনা - সদস্য।

৯.কনস্টেবল/ ৬০৪০প্রতিভা ঘোষ, কেএমপি, খুলনা - সদস্য

মঞ্চে উপবিষ্ট এসএম মনিরুজ্জামান বিপিএম, ডিআইজি খুলনা রেঞ্জ, মোঃ মাহবুব হাকিম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খুলনা জেলার সাথে বিপিডব্লিউএন এর কার্যনির্বাহী কমিটির আঞ্চলিক কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ।

## বরিশাল ও খুলনা বিভাগীয় অঞ্চলের মতবিনিময় সভায় উত্থাপিত সমস্যা, উত্তরণের উপায় ও সুপারিশ মালাঃ

বরিশাল ও খুলনা আঞ্চলিক মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন পদ মর্যাদার নারী পুলিশের কাছ থেকে উত্থাপিত সমস্যা সমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্র ও উত্তরনের উপায় নিম্নে উপস্থাপন করা হল ।

### ১ । ইংরেজীতে দক্ষতা ও ড্রাইভিংঃ-

(ক) মিশনে অংশগ্রহণ করার জন্য নারী পুলিশ সদস্যরা ইংরেজীতে পারদর্শী হওয়ার জন্যবিভাগীয় শহর গুলোতে তেমন সুবিধা নেই বলে জানান ।

(খ) অনেক সদস্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে আগ্রহ প্রকাশ করেন ।

**পদক্ষেপঃ**

বিপিডব্লিউএন ২০১৪ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২ থেকে ৩ মাস আগে বিপিডব্লিউএন এর সভাপতি মহোদয় নারী পুলিশের ইংরেজী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইংরেজী ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং এবং মেয়েদেরড্রাইভিং ট্রেনিং এর ব্যাপারে পুলিশ হেডকোর্য়াটার্স, ঢাকায় পত্র প্রেরণ করেছেন । পুলিশ হেডকোর্য়াটার্সের অনুমোদন পেলে কার্যক্রম শুরু করা যাবে বলে সভায় নারী পুলিশদের অবগত করা হয় ।

খুলনা বিভাগীয় আঞ্চলিক মত বিনিময় সভায় নারী পুলিশের সাথে উম্মুক্ত আলোচনা

২। **ডে-কেয়ার সেন্টার সমস্যাঃ**

বরিশাল ও খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশে অনেক নারী পুলিশ এখন কর্মরত আছেন। নারী বান্ধব কর্মপরিবেশ গঠনের লক্ষ্যে- তাদের সন্তানদের নিরাপদে রেখে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে আরো নিষ্ঠাবান হবেন বলে জানান।

**উত্তরণের উপায়ঃ**

নারী বান্ধব কর্মপরিবেশ গঠনের লক্ষ্যে রাজারবাগ, ঢাকায় নারী পুলিশের সন্তানদের জন্য একটি ডে-কেয়ার সেন্টার রয়েছে সেটি সমাজ-সেবা অধিদপ্তরের অধীনে।বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আইজিপি মহোদয়কে সভাপতি মহোদয় প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারেন।

৩। **আবাসন ও বাথরুম সমস্যাঃ**

মতবিনিময় সভায় আগত নারী পুলিশ সদস্যবৃন্দ প্রায় প্রতিটি জেলাতে নারী পুলিশের ব্যারাক নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। নারী বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণে কর্মস্থলে(থানায়) পৃথক বাথরুম ব্যবস্থার বিষয়টিও মতবিনিময় কালে আলোচনায় উপস্থাপিত হয়।

**আবশ্যকতা ও উত্তরণে করণীয় ওসম্ভাব্য পদক্ষেপঃ**

বর্তমান নারী জনবল এবং চাহিদা ভিত্তিক ভবিষ্যতে আরো অধিক নারী পুলিশ নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করে নারী বান্ধব কর্মস্থল নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ বিষয়টি বিবেচনা করে নারীদের অধিক পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলাতে নারী ব্যারাক নির্মাণ জরুরী। কর্মস্থল গুলোতে বাথরুম সুব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। নারী ব্যারাক থাকলে বিভিন্ন জেলা হতে ভিআইপি বা অন্য কোন ডিউটিতে আগত নারী পুলিশ নির্বিঘ্নে নারী বান্ধব পরিবেশে নিরাপদে রাত্রি যাপন করতে পারবে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আইজিপি মহোদয় এবং সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ ডিআইজিগণ বরাবর বিপিডব্লিউএন এর সভাপতি মহোদয় প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারেন। ঢাকায় সকল বিভাগীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি গুলোর সদস্য বৃন্দের অংশগ্রহণে বিপিডব্লিউএন এর উপদেষ্টা পরিষদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪। **কর্মস্থলে নারী পুলিশের সঙ্গে আচরণগত সমস্যাঃ**

(ক) নারী পুলিশ সদস্যদের সাথে মতবিনিময় কালে কর্মস্থলে পুরুষ সহকর্মী কর্তৃক অশোভন কথন,অনাকাঙ্খিত কটুক্তি, প্রাসঙ্গিকতা ব্যতিত হয়রানি, অন্য কোন ঘটনাকে উল্লেখ করে নেতিবাচক মনোভাব পোষণের চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

(খ) কর্মস্থলে পুরুষ সহকর্মী কর্তৃক অফিসিয়াল সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যত্তয় পরিলক্ষিত হয় ।

উদাহরণ স্বরূপ: একজন পুরুষ কনস্টেবল একজন পুরুষ এএসআইকে স্যার বললেও নারী এসআইকে আপা বলে সম্বোধন করে । যেটি কোর্ট,থানা এবং পাবলিক প্লেসে কর্তব্যকালে নারী পুলিশের পদমর্যাদার অবমূল্যায়ন করে ।

বরিশাল বিভাগীয় আঞ্চলিক মতবিনিময় সভায় নারী পুলিশের অংশগ্রহণ

**সুপারিশঃ**

প্রত্যেক জেলা প্রধানকে এ বিষয়টি অবগত করিয়ে ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে Manners and Etiquette সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, পুলিশ লাইনে ওসংশ্লিষ্ট স্থান সমূহে রোলকলে ব্রিফিং করা যেতে পারে । ভুক্তভোগী নারী সদস্যগণ ইউনিট প্রধানের নিকট লিখিতভাবে ইউনিট প্রধানগণকে বিষয়টি অবগত করা যেতে পারে ।

**মতবিনিময় সভা হতে অর্জিত উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ ঃ**

১. বিপিডব্লিউএন কর্তৃক চালুকৃত হেল্প লাইন এর কার্যকারিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে ব্রিফিং এবং হেল্পলাইন এর নম্বর সম্বলিত চাবির রিং এবং বিপিডব্লিউএন তথ্য সম্বলিত ব্রশিওর সকল অংশগ্রহণকারীর নিকট বিতরণ করা হয় ।

২. নেওটয়ার্কিং শক্তিশালী ও কার্যকরী করতে বরিশাল ও খুলনা বিভাগীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি সদস্যদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয় ।

৩. বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক এর প্রতিনিধি দল কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে কাজের সমস্যা ও নারী সদস্যদের অন্যান্য সমস্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা এবং তৎপ্রেক্ষিতে সমস্যা সমূহ সমাধানের উপায় পুলিশ প্রধান সহ সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধান, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকাকে অবগত করণের পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ।

৪. নারী সদস্যদের UN মিশনের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত করণ ও উৎসাহ প্রদান ও নিজেদের যোগ্য করে তোলার জন্য গাইড লাইন প্রদান ও স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করার জন্য উৎসাহ প্রদান।

৫. অধিক পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা উন্নয়নে নারী পুলিশের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা মূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রধানদের নিকট প্রস্তাব প্রেরণের পরিকল্পনা গ্রহণ।

৬. নারী পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক কর্মক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য সমূহ, জাতিসংঘ শান্তি মিশনের সাফল্য সহ IAWP সম্পর্কে অবগত করণ ও ভবিষ্যতে নেতৃত্বে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয় অবগত করা হয়। তাদের সঙ্গে নেতৃত্বের সম্ভাবনার ক্ষেত্র সমূহ নিয়েও আলোচনা করা হয়।

বরিশাল ও খুলনা বিভাগীয় অঞ্চলের মতবিনিময় সভায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের অভিজ্ঞতায় প্রতীয়মান হয় যে, বরিশাল ও খুলনা বিভাগীয় অঞ্চলের নারী পুলিশ সদ্যদের সাথে মতবিনিময় ও কো-অর্ডিনেশন কমিটির কার্যক্রম সুষ্ঠু, সুন্দর ও সফল ভাবে সম্পাদিত হয়েছে। এই নেটওয়ার্কিং এর উদ্যোগে অধিক মিথস্ক্রিয়া ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত নারী পুলিশদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে কর্মপরিবেশকে অধিক অনুকুলে আনয়ন করা যেতে পারে। বিপিডব্লিউএন এর কার্যক্রমকে আরো বহুমূখী এবং কার্যকরী করতে নারী পুলিশের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধান, বিপিডব্লিউএন এর উপদেষ্টা পরিষদ সহ সকলের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় বিপিডব্লিউএন তার বহুমূখী কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনগণের সেবা আরো উন্নত হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আরো সুনাম অর্জন করে বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে-এ প্রত্যয়কে সামনে রেখেই কাজ করে চলেছে বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক।